17

দৈনিক বাংলা

A 1997
তারিখ 09 MAR 1997
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেয়া হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তাঁর সরকার শিক্ষকদের সমস্যাসহ বিদ্যমান সকল সমস্যা সঠিক নীতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী সমাধানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করতে চায়। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির একটি প্রতিনিধিদল বৃহস্পতিবার তাঁর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি একথা বলেন। খবর বাসস'র।

শিক্ষক সমিতির সদস্যদের নিশ্চয়তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানে তাঁর সরকার প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নিবে। তিনি বলেন, সবার সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হলে জাতিকে যেসব সমস্যা মোকাবিলা করতে হচ্ছে, তার সমাধান সম্ভব হত। তিনি বলেন, তাঁর সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের একটি শিক্ষিত জাতিগঠনের প্রধান শক্তি হিসাবে বর্ণনা করেন। এবং আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে তার সরকারের

(৮-এর পৃঃ ৬ কঃ দ্রঃ)

শিক্ষকদের সমস্যা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সিদ্ধান্তের কথা পুনরায় উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের নাগরিকদের জন্য আমরা উন্নততর জীবনের ব্যবস্থা করতে চাই। এই লক্ষ্যে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছি।' তিনি বলেন, দারিদ্র্য আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা। শিক্ষার মাধ্যমে এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। জনগণ শিক্ষিত হলে তারা নিজেরাই নিজেদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাবে।

শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী একটি সঠিক নীতি নির্ধারণ করে শিক্ষকদের প্রতিনিধি নিয়ে ট্রাস্ট পুনর্গঠনের আহবান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষক সম্প্রদায় বহু বছর ধরে অবহেলিত থেকে গেছে। পূর্ববর্তী সরকারগুলো শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার শিক্ষকদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন। সীমিত সম্পদ কাজে লাগিয়ে সরকার শিক্ষকদের সমস্যা পর্যায়ক্রমে সমাধানের পদক্ষেপ নেবে।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, সহসভানেত্রী হেনা দাস, সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী খুরশীদ আলম, সুনীল চট্টোপাধ্যায় এবং সন্তোষ মুখার্জীও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

দেশের বেসরকারী স্কুল ও কলেজ শিক্ষক সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। তারা শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ সরকারী অংশ শতকরা ৮০ ভাগ থেকে বাড়িয়ে শতকরা ১০০ ভাগ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান। নেতৃবৃন্দ বেসরকারী শিক্ষকদের টাইম স্কেল ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানেরও দাবী জানান।